ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 153 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৫৩ ● কলকাতা ● ২৩ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● রবিবার ● ০৭ জুন ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সরকার বদলেছে, বদলায়নি শঙ্কা

২২ বছরের কলমযুদ্ধের পরও সরকারি স্থায়ী নিরাপত্তা পাননি সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

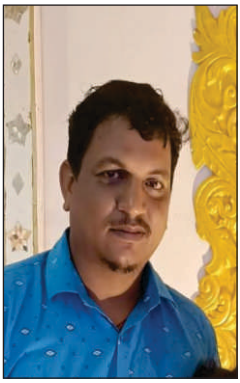

নিজস্ব সংবাদদাতা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে দীর্ঘ ২২ বছর ধরে দুর্নীতি, অনিয়ম, সরকারি প্রকল্পে অভিযোগ, সাধারণ মানুষের বঞ্চনা এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু তুলে ধরার কাজ করে চলেছেন রোজদিন পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। কিন্তু তাঁর দাবি, এই দীর্ঘ পথচলায় বারবার হুমকি, ভয়ভীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়লেও আজও তিনি সরকারি ভাবে স্থায়ী নিরাপত্তা পাননি।

তাঁর বক্তব্য, একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার দ্বারস্থও হতে হয়েছে। তবুও দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভয়ভীতি ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি পদক্ষেপ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না।

সম্পাদকের দাবি, সরকার পরিবর্তনের পর সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তেমনি সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়েও নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। আজও তিনি এবং তাঁর পরিবার নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ।

স্থানীয় মহলের একাংশের মতে, গ্রামীণ স্তরে সংবাদ সংগ্রহ ও

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 312

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সে ধর্মাত্মা ও দুরাত্মা, উভয়কেই সমান জল দেয়। সম্ভবত এই সব ভেদ মানুষের দ্বারা তৈরী করা হয়েছে।

এইসব আলাদা আলাদা ভেদ বানিয়ে মানুষ প্রকৃতি থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে ব্যক্তি প্রকৃতিময় হয়ে যায় আর ঐ প্রকৃতিময় ব্যক্তি কোন ভেদাভেদ করতে পারে না।

ক্রমশঃ

পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটার বংশীধরপুর গ্রামে সরকারি জমির পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের এক স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত নেতার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং দ্রুত তদন্তের দাবি জানান।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু'বছর আগে গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সাধারণ সম্পাদক দীপক রায় সরকারি পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে দুই শতাধিক বাসিন্দার কাছ থেকে মাথাপিছু ১৫হাজার টাকা করে সংগ্রহ করেছিলেন বলে অভিযোগ। সেই হিসেবে মোট প্রায় ৩০লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। অভিযোগকারীদের দাবি, টাকা দেওয়ার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও অধিকাংশ আবেদনকারী এখনও পাট্টা পাননি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সরকারি সুবিধা পাওয়ার আশায় তাঁরা অর্থ প্রদান করেছিলেন। এ ঘটনায় আরও কয়েকজনের জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেছেন তাঁরা। ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।বিক্ষোভের জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ফালাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ অভিযোগকারীদের লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার পরামর্শ দেয়। এদিকে, কয়েকজন বাসিন্দা দাবি করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অতীতে একটি চিটফান্ড সংস্থার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার সময়ও তাঁদের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছিলেন।অভিযুক্ত দীপক রায়কে এদিন এলাকায় পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পুকুর থেকে উদ্ধার অস্ত্র! শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' তৃণমূল নেতার বাড়িতে হানায় পাকড়াও চার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সকালে এসটিএফের আধিকারিকেরা গোপালদের বাড়ি হানা দেন। সেখানে গিয়ে দুই ভাইকে ডাকাডাকি করলেও তাঁরা বাড়ি থেকে বার হননি। পরে আধিকারিকেরা পিছনের দরজা ভেঙে বাড়িতে প্রবেশ করেন। স্থানীয়দের দাবি, বিধানসভা ভোটের আগে রবিন এবং গোপাল হুমকি দিয়েছিলেন, ৪ মে ফল ঘোষণার পরে বিরোধী দলের কর্মীদের বাড়িছাড়া করবেন। যদিও স্থানীয়েরা জানিয়েছেন, ফলঘোষণার পরে বাড়ি থেকে বার হতে দেখা যায়নি তাঁদের।সন্দেশখালি-২ ব্লকের মণিপুরে শাহজাহান শেখের 'ঘনিষ্ঠ' তৃণমূল নেতা রবিন দাস এবং তাঁর ভাই গোপাল দাসের বাড়ি এবং পুকুরে হানা দিল বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএএফ)। পুকুর থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করছে তদন্তকারী সংস্থা। রবিন এবং গোপালের বিরুদ্ধে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানো, রাহাজানি, বিরোধীদের মারধর, খুনের হুমকি, জমি, মাছের ভেড়ি লুট-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। গোপাল-সহ চার জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বড় ভাই রবিন যদিও ফেরার।

শনিবার এসটিএফের আধিকারিকেরা গোপালদের বাড়ি হানা দেন। সেখানে গিয়ে দুই ভাইকে ডাকাডাকি করলেও তাঁরা বাড়ি থেকে বার হননি। পরে আধিকারিকেরা পিছনের দরজা ভেঙে বাড়িতে প্রবেশ করেন। রবীন সুযোগ বুঝে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। গোপাল

এরপর ৩ পাতায়

অভিষেকই আমাকে ফাঁসালো', ১৪ দিনের NIA হেফাজতে শওকত মোল্লা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৪ দিনের NIA হেফাজতে শওকত মোল্লা। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, 'প্রথমে অভিষেক আমাকে ফাঁসালো। তারপর এনআইএ'। সূত্রের খবর তেমনই।বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভাঙড়ে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেখানে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণটি হয়। এতে একজন বোমা প্রস্তুতকারকের মৃত্যু হয়। জখম হন আরও কয়েকজন। NIA-র দাবি, শওকত মোল্লা ছিলেন এই ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী। তাঁর নির্দেশেই সেখানে বোমা তৈরি হচ্ছিল। বিস্ফোরণ পর শওকতই দেহ লোপাট এবং ঘটনাস্থল থেক প্রমাণ লোপাটের নির্দেশ দেয়। এই মামলায় শওকতকে নিয়ে মোট ৪ জন গ্রেফতার হলেন।

দিন দুয়েক আগে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে ফেরার ঘোষণা করা হয়। অবশেষে ধরা পড়েছে 'মাছ চোর'। গতকাল, শুক্রবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কামালগাজি থেকে তাঁকে গ্রেফতার NIA। আজ, শনিবার ধৃতকে পেশ করা হয় আদালতে।

আদালতে শওকতের জামিনের পক্ষে সওয়াল করেন তাঁর আইনজীবী। তাঁর দাবি,'শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা মাত্র দু'তিন লাইন লেখা হয়েছে । মোবাইল বাজেয়াপ্ত হয়েছে । ঘটনাস্থলে তল্লাশি এবং শওকত মোল্লার বাড়ির দূরত্ব খতিয়ে দেখতে কী পদক্ষেপ নিয়েছে? ৪০ কিমি দূরে বাড়িতে ছিলেন। কোনওভাবেই জড়িত নন। ঘটনার সম্পর্কে কোনও

এরপর ৩ পাতায়

ফালাকাটা হাটখোলা মার্কেট কমপ্লেক্সে স্টল বণ্টন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটার হাটখোলা মার্কেট কমপ্লেক্সে স্টল বণ্টনকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, তৃণমূলের একাধিক নেতা ও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের নামে-বেনামে একাধিক স্টল বরাদ্দ করা হয়েছে।অভিযোগ উঠেছে,কারও স্ত্রী,ছেলে কিংবা আত্মীয়ের নাম ব্যবহার করে স্টল নেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি কয়েকটি স্টল মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে বিক্রির অভিযোগও সামনে এসেছে।এই অভিযোগের প্রতিবাদে হাটখোলা মার্কেট কমপ্লেক্স এলাকায় বিক্ষোভে সামিল হন ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, প্রকৃত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বঞ্চিত করে তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতারা একাধিক স্টল নিজেদের দখলে রেখেছেন।ফলে বহু প্রকৃত ব্যবসায়ী এখনও স্টল পাননি।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ,শুরু থেকেই স্টল বণ্টনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল।বাজার কমপ্লেক্স নির্মাণের সময় সাধারণ ব্যবসায়ীদের নানা আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি। অভিযোগ,পরবর্তীতে কিছু স্টল উচ্চমূল্যে বিক্রিও করা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।এদিকে বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও তীব্র হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি,গোটা প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতি করা হয়েছে। এবিষয়ে ফালাকাটা টাউন মন্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা বলেন, দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত,কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। প্রয়োজন হলে আইনের আওতায় এনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(২ পাতার পর)

অভিষেকই আমাকে ফাঁসালো', ১৪ দিনের NIA হেফাজতে শওকত মোল্লা

ধারণাই ছিল না'।

সরকারি আইনজীবীর পালটা সওয়াল, 'এই মামলায় একজন মারা গিয়েছেন। তিনজন গ্রেফতার হয়। প্রাথমিকভাবে যে তথ্য উঠে আসছে, তাতে স্পষ্ট যে শওকত মোল্লা কীভাবে জড়িত। কেস ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে, তাই প্রকাশ্যে বলা যাচ্ছে না। বিস্ফোরণের পর শওকতের নির্দেশেই তথ্য লোপাট করা হয়। মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে । ১৪ দিনের এনআইএ হেফাজতের আবেদন করছি'। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী বলেন, 'বিধায়ক ছিলেন । জেড প্লাস নিরাপত্তা পেত। তিনি কী করে এসব করতে পারে'!

এদিকে শওকত মোল্লার খাসতালুক ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মৌখালীর বাড়িতে এখন কেবলই নীরবতা। বাড়ির মূল গেটে ঝুলছে মস্ত বড় তালা। সূত্রের খবর, শওকত গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর পরিবারও এখন আর বাড়িতে নেই। গত কালই এনআইএ অফিসের সামনে দেখা গিয়েছিল শওকতের স্ত্রী ও তাঁর একমাত্র মেয়েকে। অথচ প্রতিদিন ভোর থেকে এই বাড়ির সামনে লাইন দিতেন শয়ে শয়ে সাধারণ মানুষ। কেউ আসতেন নিজের দরকারে, কেউ বা দেখা করতে আসতেন দলের কর্মী-সমর্থক হিসেবে। সেই চেনা ছবিটা এক লহমায় উধাও। খাঁ খাঁ করছে গোটা এলাকা।

ক্যানিং পূর্ব এবং ভাঙড় বিধানসভা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ অবশ্য খুশি। স্থানীয় সূত্রের খবর, শওকতের গ্রেফতারির খবর চাউর হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অনেকে। কোথাও কোথাও সাধারণ মানুষকে আনন্দে মিষ্টিমুখ করতেও দেখা গেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা থেকে মুক্তি মিলল।

মালদহে প্রকাশ্য দিবালোকে মহিলা ব্যবসায়ীকে মারধর, ধাবায় তাণ্ডব মদ্যপদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মালদা: প্রকাশ্য দিবালোকে মালদহতে মহিলা ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ। ধাবায় ব্যাপক ভাঙচুর। মারধর করা হয়েছে অন্যান্যদেরও। মালদার ইংলিশবাজার থানার ব্যাসপুর এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় কয়েকজন যুবক ধাবায় ঢুকে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ী বন্দনা সাহা ও তাঁর পরিবার।বন্দনা সাহার দাবি, অভিযুক্তদের মধ্যে ছোটন ঘোষ নামে এক যুবককে তিনি শনাক্ত করতে পেরেছেন। ইতিমধ্যেই ইংলিশবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে স্বামী হারা বন্দনা সাহা জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা মাঝেমধ্যেই মদ্যপ অবস্থায় এসে ধাবায় অশান্তি সৃষ্টি করে। ফলে তিনি ও তাঁর পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই মহিলা ব্যবসায়ী।পুলিশ মোবাইলে তোলা ভিডিওর ফুটেজের সত্যতা যাচাই করে সেখান থেকে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার কাজ শুরু করেছে।

জানা গেছে, ব্যাসপুর এলাকার বাসিন্দা বন্দনা সাহার স্বামী সঞ্জয় সাহা প্রায় দু'বছর আগে মারা যান। এরপর তিন ছোট ছেলেকে নিয়ে মালদা-কালিয়াচক রাজ্য সড়কের ধারে স্বামীর প্রতিষ্ঠিত ধাবার ব্যবসা সামলাচ্ছেন তিনি।

অভিযোগ,এদিন হঠাৎই কয়েকজন যুবক মদ্যপ অবস্থায় ধাবায় এসে ভাঙচুর শুরু করে। বাধা দিতে গেলে বন্দনা সাহাকে মারধর করা হয়। ধাবায় খেতে আসা একাধিক চালককেও নিগ্রহের শিকার হতে হয়।ঘটনার সময় উপস্থিত এক চালক মোবাইলে পুরো ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করেন। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, বাঁশ হাতে কয়েকজন যুবক ধাবার মধ্যে তাণ্ডব চালাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

বিদেশি অংশগ্রহণ বাড়াতে সরকারি সিকিউরিটিজ (G-Secs)-এ সংস্কার

বন্ড বাজারের সশক্তিকরণ, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ

ভারতকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান গন্তব্য হিসেবে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সরকার ধারাবাহিক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করছে। পুঁজিবাজারকে আরও গভীর ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারি সিকিউরিটিজ (G-Secs)-এ বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের (FPI) অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য একাধিক সংস্কার কার্যকর করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সুদের আয়, দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী মুনাফা (LTCG) এবং স্বল্পমেয়াদী মূলধনী মুনাফা (STCG)-এর উপর কর ছাড়, FAR-এর আওতায় নির্দিষ্ট সিকিউরিটিজের পরিধি সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিলকরণ।

এই সংস্কারের লক্ষ্য হল দীর্ঘমেয়াদী ও স্থিতিশীল বিদেশি মূলধন আকর্ষণ করা, G-Sec বাজারকে আরও গভীর করা এবং বিনিয়োগকারীদের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় করে ভারতের ঋণ বাজারকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পরিকাঠামো, উৎপাদন, নগর উন্নয়ন, জলবায়ু সংক্রান্ত উদ্যোগ এবং অন্যান্য জাতীয় অগ্রাধিকারের জন্য অতিরিক্ত অর্থায়নের উৎস তৈরি করবে। পাশাপাশি এটি বাজারে তারল্য ও মূল্য নির্ধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, আরও সুসংহত ই-ইল্ড কার্ভ গঠনে সহায়তা করবে, সরকারের ঋণ গ্রহণের ব্যয় কমাবে, আর্থিক বাজারের মানদণ্ডকে শক্তিশালী করবে এবং সমগ্র অর্থনীতিতে মুদ্রানীতির কার্যকর সঞ্চালন নিশ্চিত করবে।

কর ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন হয়েছে

সাম্প্রতিক সংস্কারের আগে, বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী (FII) এবং সেবি-নিবন্ধিত বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা (FPI) আয়কর আইন, ২০২৫-এর ধারা ২১০-এর অধীনে করের আওতাভুক্ত ছিলেন। সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত যে কোনও আয়ের উপর কর প্রযোজ্য ছিল।

বিশেষভাবে:

G-Secs থেকে অর্জিত সুদের আয়ের উপর FII/FPI-দের ২০ শতাংশ হারে কর দিতে হত।

G-Secs বিক্রির ফলে অর্জিত স্বল্পমেয়াদী মূলধনী মুনাফার উপর লেনদেনের প্রকৃতির ভিত্তিতে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কর আরোপিত হত।

দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী মুনাফার উপর ১২.৫ শতাংশ কর ধার্য ছিল।

ফলে সরকারি সিকিউরিটিজ ধারণ বা লেনদেনের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের একটি অংশ ভারতে কর হিসাবে প্রদান করতে হত।

নতুন কর ব্যবস্থা

বিশ্বব্যাপী মূলধন আকর্ষণে প্রতিযোগিতামূলক কর কাঠামোর গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার G-Secs-এ বিনিয়োগকারী FPI/FII-দের জন্য কর ছাড়ের ব্যবস্থা চালু করেছে।

নতুন ব্যবস্থার অধীনে FPI/FII-রা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে করমুক্ত সুবিধা পাবেন:

সরকারি সিকিউরিটিজ থেকে অর্জিত সুদের আয়; এবং

সরকারি সিকিউরিটিজ বা আর্থিক লেনদেনযোগ্য সম্পদ বিক্রয়, হস্তান্তর, বিনিময় বা পরিশোধের মাধ্যমে অর্জিত মূলধনী মুনাফা।

এই কর ছাড় ১ এপ্রিল ২০২৬ বা তার পর থেকে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আয়কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬-এর মাধ্যমে G-Secs-এ বিনিয়োগকারী FII-দের জন্য এই বিশেষ কর ছাড়ের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথমতম পর্ব)

আমরা সব ধর্মের মানুষ মনেপ্রাণে ঈশ্বর বিশ্বাস করি, অনেকেই ঈশ্বরকে মানে না কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীজুড়ে ঈশ্বরের একটি প্রাকৃতিক শক্তি বিরাজমান, যাকে আমরা সুপ্রিম শক্তি বলে অনেকেই ধারণা। সেই ধারণা থেকে শুরু হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রার্থনা। মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রক্ষা করেন তিনি।এমন কথা অনেক মানুষের মুখেই শোনা যায়, "আমি নিজে প্রকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করি কারণ আমি এমন অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যা পুরোপুরি অলৌকিক। আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যার

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দমনের নমো বিমানবন্দরে আধুনিক টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ০৫ জুন ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সন্ধ্যায় দমনের নমো বিমানবন্দরে একটি আধুনিক টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন এই নতুন সুবিধাটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান পরিকাঠামোগত চাহিদা কার্যকরভাবে পূরণ করবে। শ্রী মোদী বলেন, এই টার্মিনাল ভবনটি এই অঞ্চলের পর্যটন এবং বাণিজ্যিক কাজকর্ম উভয়কেই উল্লেখযোগ্যভাবে উৎসাহিত করবে।

এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী বলেন:

"দমনের নমো বিমানবন্দর একটি আধুনিক টার্মিনাল ভবন পেল। এটি এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান পরিকাঠামোগত চাহিদা পূরণ করবে। এটি পর্যটন এবং বাণিজ্যিক কাজকর্মকে উৎসাহিত করবে। আজ সন্ধ্যায় টার্মিনাল ভবনটির উদ্বোধন করতে পেরে আমি আনন্দিত।"

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনিকে সৌরমণ্ডলে স্থান দেন তিনি। কর্মফলের দেবতা হিসেবে শনিকে উন্নীত করা হয়। কেউ কোনও অপকর্ম করলে শনির নজর এড়ায় না। শনির হাতে তার শাস্তি নিশ্চিত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রেজ্জাকের শিষ্য কীভাবে হয়ে ওঠেন মমতার আস্থাভাজন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

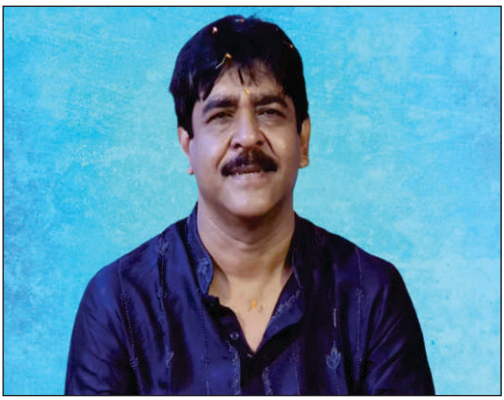

সিপিআই(এম) নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার ঘনিষ্ঠ। শওকত মোল্লা মাছ ব্যবসায়ী থেকে হয়ে উঠেছিলেন মার্কসবাদী। ২০১০ সালে জীবনতলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনাতে নাম জড়িয়েছিল তাঁর। এরপর কীভাবে তিনি মমতারই 'ডান হাত' হয়ে উঠলেন?গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাঙড়ে যে রাজনৈতিক খুন হয় সেই ঘটনাতেও শওকত মোল্লাকে দায়ী করে আইএসএফ। গত কয়েকবছরে তৃণমূলের একাংশও শওকত বিরোধী হয়ে উঠেছিল। ছাব্বিশের নির্বাচনে তাঁকে ভাঙড় থেকে টিকিট দেয় দল। এই আসনে তিনি আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকীর কাছে পরাজিত হন। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের কয়েকদিন আগে ভাঙড়ের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় শওকতকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। তাঁর ১৪ দিনের এনআইএ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে কয়েকটি রাজনৈতিক গান তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় হয় 'মাছ চোর' গানটি। সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল এই গান। আর যাকে নিয়ে এই গান তৈরি হয়েছে সেই শওকাত মোল্লা এখন এনআইএ-র জালে। তিনি গ্রেপ্তার হতেই রকেটের গতিতে তাঁর উত্থান নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনীতিতে আসার আগে তিনি মাছের ব্যবসা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিকবার মাছ চুরির অভিযোগও উঠেছে। সিপিএমের রেজ্জাক মোল্লার হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ তাঁর। রাজ্যে সিপিএম সরকারের পতনের পর তৃণমূলে যোগদান করেন তিনি। দু'বার তাঁর পর হামলার ঘটনাও ঘটে। কিন্তু দুবারই তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

মূলত ২০০৮ সালে সিপিএমের জোনাল কমিটির সদস্যপদ পান শওকত। ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবেও নির্বাচিত হন তিনি। জানা গিয়েছে, রেজ্জাক মোল্লার ঘনিষ্ঠ বৃত্তে যে কয়েকজন ঘোরাফেরা করতেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন শওকত মোল্লা। ২০১০ সালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনতলা এলাকায় রাজনৈতিক সভা করতে এলে তাঁর উপর হামলার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় শওকত মোল্লা জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় শওকত মোল্লা-সহ বেশ কয়েকজন সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে মামলাও হয়।

রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর রেজ্জাক মোল্লার হাত ছেড়ে তৃণমূল শিবিরে যোগ দেন শওকত। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ ধামাচাপা পড়ে যায়। ২০১৩ সালে এলাকায় একটি রাজনৈতিক খুনের মামলায় এলাকার বেশ কয়েকজন পুরনো তৃণমূল নেতাকর্মীর জেল হয়। ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি মানিক পাইকের খুনের পর দলের ব্লক সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন শওকত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে চলে আসেন তিনি। এরপর থেকে ধীরে ধীরে তিনি ক্যানিংয়ের বেতাজ বাদশায় পরিণত হন।

২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়ী হোন। এরপর এই বিধানসভা এলাকায় বিরোধীদের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় একের পর এক বাড়ি ভাঙচুর, বিরোধীদের মারধর, বোমা, গুলিতে উত্তপ্ত হয়েছিল ক্যানিং পূর্ব এলাকা। এলাকায় সব উত্তেজনার জন্যই বিরোধীরা দায়ী করতেন শওকত। ২০১৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। এরপর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে একাধিক বিধায়ককে দলীয় টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

২০২১ সালে নির্বাচনেও ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। এই নির্বাচনের পর এলাকায় যে সন্ত্রাসের ঘঠনায় শওকতের নাম জড়ায়। বুলডোজার দিয়ে বিরোধীদের বাড়ি ভাঙচুর, মারধর, লুটপাটের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এরপর তৃণমূলে আরও বড় দায়িত্ব পান তিনি। সাতগাছিয়া এবং ভাঙড় দুটি কেন্দ্রেরই দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে। বিধানসভার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার ছিলেন তিনি। নিরাপত্তা বেড়ে যায় শওকত মোল্লার। রাজ্যের তরফে ২৬ জন পুলিশ দিয়ে সব সময় তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া হত। তিনি জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন। নিজের নিরাপত্তা শওকতকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে ক্যানিংয়ের রাজনৈতিক সভা থেকে মমতা বলেছিলেন, "আমি বাঁ হাত হলে শওকত আমার ডান হাত। কোনও অত্যাচার হলে ছেড়ে কথা বলব না। দরকার হলে আমার সিকিউরিটি তুলে শওকতকে দেব।" এবার সেই শওকতই এনআইএ-র জালে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এসআরএফটিআই (SRFTI) কলকাতা পরিদর্শন করলেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় রেল, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ পূর্ব ভারতে চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রসার ও চর্চার প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (SRFTI), কলকাতা পরিদর্শন করেন। শ্রী বৈষ্ণব এসআরএফটিআই-এর চ্যান্সেলর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন, যা ২০২৫ সালের এপ্রিলে শিক্ষা মন্ত্রক দ্বারা 'ডিস্টিংকট ক্যাটিগরি' বা স্বতন্ত্র বিভাগের অধীনে 'ইনস্টিটিউশন ডিমড টু বি এ ইউনিভার্সিটি' (বিশ্ববিদ্যালয় সমতুল্য প্রতিষ্ঠান)-এর মর্যাদা লাভ করেছে।

ডিমড-টু-বি-ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় সমতুল্য মর্যাদা পাওয়ার পর এটি চ্যান্সেলরের প্রথম সফর।

শ্রী বৈষ্ণব কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর সফর শুরু করেন, যাঁর নামানুসারে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের গুরুত্বকে পুনশ্চ নিশ্চিত করে তিনি ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে একটি ছাতিম গাছের চারা রোপণ করেন।

এই উপলক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের অংশ হিসাবে আয়োজিত একটি সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থী, অনুষদ (ফ্যাকাল্টি) সদস্য এবং কর্মীদের দ্বারা তৈরি আলোকচিত্র এবং চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে, যা পরিবেশগত বিষয়বস্তু এবং এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশকে তুলে ধরেছে।

সফর চলাকালীন, শ্রী বৈষ্ণব ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন বিভাগের অধীনে একাডেমিক, প্রযুক্তিগত এবং সৃজনশীল কার্যকলাপে যুক্ত শিক্ষার্থীরা বাস্তবে কিভাবে কাজ করছেন তা পর্যবেক্ষণ করেন।

চ্যান্সেলর শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং একাডেমিক ও ক্যাম্পাস সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের উত্থাপিত সমস্যা ও উদ্বেগের কথা শোনেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একটি সময়সীমাবদ্ধ উপায়ে সমস্যাগুলি সমাধানের নির্দেশ দেন এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, দ্রুত সমাধানের সুবিধার্থে কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন।

শ্রী বৈষ্ণব ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থী দ্বারা নির্মিত নির্বাচিত কিছু ছায়াছবিও দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রদর্শিত সৃজনশীলতা, কাহিনী বিন্যাসের ক্ষমতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং শৈল্পিক উৎকর্ষের প্রশংসা করেন।

পরবর্তীতে তিনি প্রতিষ্ঠানের ফ্যাকাল্টি সদস্য, পদাধিকারী এবং কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও মিডিয়া শিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

মন্ত্রীর এই সফরটি চ্যান্সেলর এবং এসআরএফটিআই-এর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আশাব্যাঞ্জক মতবিনিময়ের একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়। এটি উচ্চশিক্ষা এবং চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও মিডিয়া স্টাডিজে উৎকর্ষের প্রসারে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতিকে আরও একবার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

সিনেমাটিক এবং মিডিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসাবে, এসআরএফটিআই সৃজনশীল প্রতিভাকে লালন করতে এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান মিডিয়া ও বিনোদন ব্যবস্থায় অবদান রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

(২ পাতার পর)

পুকুর থেকে উদ্ধার অস্ত্র! শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' তৃণমূল নেতার বাড়িতে হানায় পাকড়াও চার

এবং তাঁর তিন সঙ্গীকে ধরে ফেলে পুলিশ। এর পরেই কাছের পুকুরে নেমে অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। সেখান থেকে বেশ কয়েকটি বন্দুক ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মালতী দাস বলেন, "রবিন এবং তাঁর ভাই গোপাল অত্যাচারী ছিলেন। এলাকার পুরুষেরা সব সময় আতঙ্কিত থাকতেন। এমনকি, মহিলারা কোলে বাচ্চা নিয়ে আতঙ্কে ঘুরে বেড়াতেন। মহিলাদের ধরে ধরে হুমকি দিত। বলত, তাঁর স্বামীর মুন্ডু কেটে ফুটবল খেলবে।" আরও অভিযোগ, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের পরে ওই এলাকায় যাঁরা বিরোধী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের ঘরছাড়া করা হয়েছে। মারধর করে ওই রাজনৈতিক কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

(১ম পাতার পর)

সরকার বদলেছে, বদলায়নি শঙ্কা ২২ বছরের কলমযুদ্ধের পরও সরকারি স্থায়ী নিরাপত্তা পাননি সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

বিভিন্ন অভিযোগ প্রকাশ করা অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে দুর্নীতি বা প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের কথায়, "কলম থামিয়ে দেওয়ার জন্য নানা সময় নানা ধরনের চাপ এসেছে। কিন্তু সত্য ঘটনা মানুষের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব থেকে সরে আসিনি।"

তাঁর দাবি, কেবল ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নয়, গ্রামীণ স্তরে কাজ করা সাংবাদিকদের জন্যও একটি কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। পাশাপাশি অতীতে ঘটে যাওয়া অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা এই লড়াই নতুন করে প্রশ্ন তুলছে—

অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরার মূল্য কি এখনও ভয় আর অনিশ্চয়তা?

আর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে থাকা ব্যবস্থার কাছে আজও উত্তর খুঁজছেন সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার।

সিনেমার খবর

নিষিদ্ধ হওয়ার পর মুখ খুললেন রণবীর সিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

‘ডন ৩’ সিনেমা থেকে হঠাৎ সরে দাঁড়ানোর কারণে ফেডারেশন অব ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেমা এমপ্লয়িজ (এফডব্লিউআইসিই) কর্তৃক অসহযোগিতার নির্দেশ জারির পর অবশেষে নীরবতা ভেঙেছেন বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং। সোমবার ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর অভিনেতার আনুষ্ঠানিক মুখপাত্রের মাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে নির্মাতা ফারহান আখতারের সঙ্গে বাড়তে থাকা দূরত্ব এবং ফেডারেশনের অভিযোগের বিষয়ে অভিনেতার অবস্থান পরিষ্কার করা হয়েছে।

এর আগে, সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এফডব্লিউআইসিই দাবি করে, ফারহান আখতারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রণবীরকে তিনবার নোটিশ পাঠানো হলেও তিনি কোনো সাড়া দেননি। শুটিং শুরুর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে প্রজেক্টটি ছেড়ে দেওয়ায় দৈনিক মজুরির হাজার হাজার চলচ্চিত্রকর্মীর জীবিকা সংকটে পড়েছে উল্লেখ করে রণবীরের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফেডারেশনের এই কঠোর পদক্ষেপের পরই অভিনেতার মুখপাত্র পাল্টা বিবৃতি দেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চলচ্চিত্র অঙ্গন এবং ‘ডন’ ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের প্রতি রণবীর সিংয়ের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রয়েছে। ‘ডন ৩’ নিয়ে সাম্প্রতিক যেসব জটিলতা তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি সচেতনভাবেই নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, যেকোনো পেশাদার আলোচনা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক সব সময় মর্যাদা, পরিপক্কতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই সামলানো উচিত। রণবীর কখনো এসব জল্পনা-কল্পনা বা পাবলিক ন্যারেটিভের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। তার পুরো মনোযোগ এখন নিজের কাজ এবং আগামী দিনের প্রতিশ্রুতির ওপর। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে যুক্ত সবার জন্য তার মনে গভীর শ্রদ্ধা ও শুভকামনা রয়েছে এবং তিনি আন্তরিকভাবে ‘ডন ৩’-এর সাফল্য কামনা করেন। এমন পরিস্থিতিতে সংযম ও শালীনতা বজায় রাখাই তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং ভবিষ্যতেও তিনি এই অবস্থানেই অটল থাকবেন।

রণবীরের এই মার্জিত বিবৃতির আগে অবশ্য ফেডারেশনের সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল। এফডব্লিউআইসিই-এর প্রধান উপদেষ্টা অশোক পণ্ডিত জানান, গত ১১ এপ্রিল ফারহান আখতার লিখিত অভিযোগ করার পর স্বাভাবিক নিয়মে রণবীরকে তার বক্তব্য জানানোর জন্য প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিনেতার দল থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া মেলেনি, বরং ফেডারেশনের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। অন্যদিকে ফেডারেশনের সভাপতি বি. এন. তিওয়ারি সাফ জানিয়ে দেন, কোনো সুপারস্টারই ইন্ডাস্ট্রির নিয়মের ঊর্ধ্বে নন এবং এই জটিলতার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ফেডারেশনের কোনো কর্মী রণবীরের সঙ্গে কাজ করবেন না।

রণবীরের পক্ষ থেকে আসা এই নতুন বিবৃতির পর বলিউডের এই হাই-প্রোফাইল বিতর্ক এখন কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এবার ভিনদেশি সিনেমায় সালমান

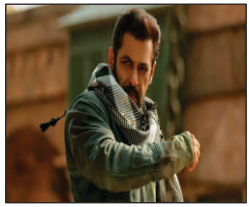

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খান দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এবার ভিনদেশি সিনেমায়। আরবভিত্তিক অ্যাকশন থ্রিলার মুভি ‘সেভেন ডগস’-এ একটি বিশেষ ক্যামিও চরিত্রে দেখা যাবে এ অভিনেতাকে।

‘সেভেন ডগস’ সিনেমাটিতে ভাইজান ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক ও বলিউড তারকা অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন এ মুন্না ভাইখ্যাত অভিনেতা। সেই সঙ্গে আছেন আরেক বিশ্বখ্যাত অভিনেত্রী মনিকা বেলুচ্চি। সম্প্রতি মিশরে সিনেমাটির প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন এ সিনেমায় সালমান খানের অ্যাকশন অবতারের ঝলক এবং সিনেমার পোস্টার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইজানের ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে এটি এখন আলোচনায়। সিনেমাটির প্রিমিয়ারের বেশ কিছু ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে মূল চরিত্রদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানস্থলজুড়ে থাকা সালমান খানের একটি বিশাল পোস্টার সবার নজরে আসে।

সেখানে উপস্থিত অনেক অতিথিকেই অভিনেতার পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে দেখা যায়। কাজের ব্যস্ততার কারণে সালমান নিজে প্রিমিয়ারে উপস্থিত থাকতে না পারলেও অনুষ্ঠানজুড়ে তার জনপ্রিয়তার আবহ ছিল স্পষ্ট। বিশেষ করে সিনেমাটির একটি দৃশ্যে প্রধান অভিনেতা করিম আব্দেল আজিজ ও আহমেদ ইজের সঙ্গে সালমান খানের ইংরেজি সংলাপের ক্লিপিং সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

রণবীর সিংয়ের নায়িকা হতে চান ত্রিধা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওয়েব সিরিজ ‘আশ্রম’ এ অভিনয়ের মাধ্যমে আলোচনায় আসা অভিনেত্রী ত্রিধা চৌধুরী এবার বড় পর্দায় নিজের স্বপ্নের চরিত্র নিয়ে মুখ খুলেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, লেখক অমীশ ত্রিপাঠীর জনপ্রিয় ‘শিবা ট্রিলজি’ অবলম্বনে যদি সিনেমা নির্মিত হয়, তাহলে সেই প্রজেক্টের অংশ হতে চান তিনি। বিশেষ করে অভিনেতা রণবীর সিংয়ের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন ত্রিধা।

সাক্ষাৎকারে ত্রিধা বলেন,“আমি ভগবান শিবের খুব বড় ভক্ত। আর রণবীর সিংও আমার অত্যন্ত পছন্দের অভিনেতা। তাই যদি কখনও ‘শিবা ট্রিলজি’ নিয়ে ছবি তৈরি হয় এবং সেখানে রণবীর অভিনয় করেন, তাহলে আমি সেই প্রোজেক্টের অংশ হতে চাইব।”

ত্রিধার মতে, অমীশ ত্রিপাঠীর বইগুলোর মধ্যে একধরনের আধ্যাত্মিকতা ও মহাকাব্যিক আবহ রয়েছে, যা বড় পর্দায় দারুণভাবে ফুটে উঠতে পারে। তিনি জানান, বই পড়ার প্রতি তার আলাদা আগ্রহ রয়েছে এবং ‘শিবা ট্রিলজি’ তার অন্যতম প্রিয় সিরিজ।

অভিনেত্রী আরও জানান, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘরানার চরিত্রে অভিনয়ের ইচ্ছা তার দীর্ঘদিনের। এ ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শুধু অভিনয় দক্ষতা নয়, মানসিক প্রস্তুতি ও চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতাও প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

ত্রিধার ভাষায়, ‘আমি এমন চরিত্র করতে চাই, যা শুধু গ্ল্যামার নির্ভর নয়, দর্শকদের মনে দীর্ঘদিন থেকে যায়।’

শতরান গিল-রাহুলের, আফগানদের বিরুদ্ধে প্রথম দিনেই ছন্দে ভারত!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিন কয়েক আগেই শেষ হয়েছে আইপিএল। টানা দুই বার আইপিএলের খেতাব পেল আরসিবি (RCB)। এবার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের যুদ্ধের পরেই শুরু হয়ে গিয়েছে দেশের জার্সিতে লড়াই। আজ থেকে নিউ চণ্ডীগড়ে শুরু হল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট। এই টেস্ট ডব্লিউটিসি সাইকেলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং প্রত্যাশা মতোই প্রথম দিনেই চালকের আসনে ভারতীয় দল।

টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুবমান গিল। তাঁর সিদ্ধান্ত যে ভুল নয়, তা প্রমাণ করতে মরিয়া ছিলেন দুই ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল এবং কেএল রাহুল। আজকের দলে অভিষেক হল মানব সুথারের। আফগানদের হয়েও এই টেস্ট ম্যাচে নেই রশিদ খানও। তবে দুর্ভাগ্যের শিকার হলেন যশস্বী। মহম্মদ সালিমের লেগ স্টাম্পের বাইরের বল খোঁচা মারতে গিয়ে আউট হলেন তিনি (২৪)। রাহুল নিজেও বার দুয়েক বেঁচে গেলেন ভাগ্যের ফেরে। এর মধ্যে একবার আফগান ফিল্ডাররা ডিআরএস না নেওয়ার ফলে আউট হয়েও ক্রিজে রইলেন রাহুল। আর একবার এলবিডব্লিউ হওয়ার পরেও আফগান বোলাররা আবেদন না করায় বেঁচে যান রাহুল। একই সঙ্গে করে গেলেন সেঞ্চুরিও। টেস্ট কেরিয়ারে নিজের ১২তম সেঞ্চুরি করলেন রাহুল। ১০০ রানের মাথায় আউট হলেন তিনি। ক্রিজে টিকে যাওয়া সত্ত্বেও সেঞ্চুরি করতে পারলেন না সাই সুদর্শন। তবে রান পেয়েছেন ক্যাপ্টেন শুবমান গিল। ১৪৩ বল খেলে ১০৩ রানে অপরাজিত প্রিন্স। এই নিয়ে ১১তম টেস্ট সেঞ্চুরি করলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে অপরাজিত রয়েছেন ঋষভ পন্থও। আইপিএলে তাঁর ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন কোচ গম্ভীরও। কিন্তু আজ ৫০ রানে অপরাজিত রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'স্পাইডি'। প্রথম দিনের শেষে ভারতের স্কোর ৩ উইকেট হারিয়ে ৩৬৮ রান।

আফগানদের সব বোলারই সাদামাটা বোলিং করেছেন। ১ উইকেট পেয়েছেন জিয়াউর, ২টি উইকেট নিয়েছেন মহম্মদ সালিম। কিন্তু এই দলের চিন্তা ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। অতীতে ভারতের ফল খুব খারাপ হওয়ায় এই মুহূর্তে ভারতের ফাইনাল খেলা অনিশ্চিত। তবে, ফাইনাল অবধি পৌঁছতে গেলেও এখন পরের পর ম্যাচ জিততে হবে টিম ইন্ডিয়াকে। এই টেস্ট যেহেতু ডব্লিউটিসি চক্রের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই আশা করা হচ্ছে এই টেস্ট থেকেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রস্তুতি সেরে ফেলছে গম্ভীরের ভারত।

আইপিএলে বুমরাহর লজ্জার রেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিজের ক্যারিয়ারে অসংখ্য সাফল্য আর রেকর্ড গড়া জাসপ্রিত বুমরাহ এবার আইপিএলে একেবারেই ভিন্ন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। এবার তার পারফরম্যান্স এতটাই বাজে ছিল যে, টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডে নাম উঠে গেছে তার।

চলতি আইপিএলে ১৩ ম্যাচে মাত্র ৪ উইকেট নিতে পেরেছেন বুমরাহ। ২৯৪ বল করে তিনি রান দিয়েছেন ৪১০। ফলে তার বোলিং গড় দাঁড়িয়েছে ১০২.৫০, যা একটি লজ্জাজনক মাইলফলক।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অন্তত ২৫০ বল করা বোলারদের মধ্যে এক সিরিজ বা টুর্নামেন্টে বোলিং গড় শতকের ঘরে পৌঁছানো প্রথম বোলার এখন বুমরাহ। এর আগে এই অনাকাঙ্ক্ষিত তালিকায় শীর্ষে ছিলেন ভারতেরই প্রজ্ঞান ওঝা, যিনি ২০১৪ আইপিএলে ৯৫ গড় করেছিলেন।

এরপর রয়েছে বেনি হাওয়েল, তিনি ২০২২ বিপিএলে ৮৬.২৫ গড় নিয়ে বাজে পারফরম্যান্স করেছিলেন।

আইপিএলের আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা বুমরাহর কাছ থেকে এমন পারফরম্যান্স ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

তবে মৌসুমের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন ছন্দহীন। প্রথম পাঁচ ম্যাচে কোনো উইকেট না পাওয়ায় তার আইপিএল ক্যারিয়ারে নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়। এরপরও ধারাবাহিকতা খুঁজে পাননি তিনি, এক ম্যাচে উইকেট পেলেও পরের কয়েক ম্যাচে আবার থেকেছেন উইকেটশূন্য।

পুরো মৌসুমে তার পারফরম্যান্সে ভুগেছে দল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সও। তারা পয়েন্ট টেবিলের নবম স্থানে থেকে আসর শেষ করে।

মুম্বাইয়ের কোচ মাহেলা জয়াবর্ধনে জানিয়েছেন, পুরো মৌসুমজুড়েই হালকা চোট নিয়ে খেলেছেন বুমরাহ, যা তার পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলেছে।

মেসির চোট কতটা গুরুতর?

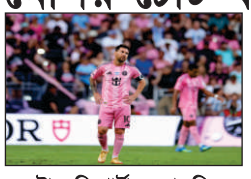

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিপক্ষে চোট শঙ্কা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক মেসি। বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে মেসির চোট নিয়ে দুশ্চিন্তায় আর্জেন্টাইন ভক্তরা।

মায়ামির ঘরের মাঠ নু স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৭২তম মিনিটে হঠাৎ উরুতে অস্বস্তি অনুভব করেন এবং উদ্বিগ্ন মুখভঙ্গি নিয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। তিনি বেঞ্চে না বসে সরাসরি ড্রেসিংরুমে চলে যান, যা পরিস্থিতিকে আরও সন্দেহজনক করে তোলে।

তবে বিষয়টিকে খুব একটা দিচ্ছেন না মায়ামির কোচ গুইলের্মো হয়োস। তিনি বলছেন, এটি কোনো ইনজুরি নয়, বরং কেবল ক্লান্তি। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, আমাদের কাছে কোনো ইনজুরির তথ্য নেই। তিনি শুধু ক্লান্ত ছিলেন। পিচ ভারী ছিল, তাই ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

কিন্তু পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত হয়নি। ইএসপিএন আর্জেন্টিনার বুয়েন দিয়া অনুষ্ঠানে আলোচকরা মেসির চোট শঙ্কা নিয়ে আলাপকাপে জানান, বিষয়টি প্রথমে যতটা সাধারণ মনে হয়েছিল, বাস্তবে ততটা নাও হতে পারে। সেখানে বলা হয়, মেসিকে দ্রুত এমআরআই স্ক্যান করানো হবে যাতে আসল অবস্থা জানা যায়।

সেখানে সাংবাদিক মার্টিন আরেভালো বলেন, মেসির পরীক্ষা করা হবে, তারপরই বোঝা যাবে কী হয়েছে। আমরা আশাবাদী থাকতে চাই, কারণ সে বিশ্বের সেরা ফুটবলার এবং জাতীয় দল তাকে প্রয়োজন। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে মাংসপেশিতে কিছুটা সমস্যা আছে। যা দেখা গেছে, তা শুধু সাধারণ ক্লান্তি মনে হচ্ছে না।

অনুষ্ঠানে আরও আলোচনা হয় মাঠ ছাড়ার সময় তার আচরণ নিয়ে। কেউ কেউ মনে করেন তিনি ব্যথার চেয়ে বেশি রাগান্বিত ছিলেন। আবার অন্যদের মতে, লিও ২৪/৭ ক্যামেরার মধ্যে থাকেন, তাই তিনি জানতেন কীভাবে তাকে দেখা যাবে।

এখন সবকিছুই নির্ভর করছে পরীক্ষার ফলাফলের ওপর। মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আর্জেন্টাইন ভক্তরা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR